অঞ্জলী চৌধুরী: "স্মৃতিরে খুঁজিয়া ফিরি: অতীতের হৃদয় ছোঁয়া গান''

শেষ পাতার পর

তাদের মধ্যে রেডিও বাংলাদেশ (ঢাকা), নটরডেম কলেজ মিউজিক কম্পিটিশন এওয়ার্ড, খৃস্টান সমাজ কল্যাণ সংঘ এওয়ার্ড প্রমুখ।

সিডি প্রকাশনা উৎসবে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ওমর হুদা, ডঃ হাসেম, সোহেল রহমান বাদল, শাহানা পারভিন, মেজবাহ খান প্রমুখ। সঙ্গীত অনষ্ঠানে অঞ্জলী চৌধরীর সাথে তবলায় সহযোগিতা করেন রমেশ কুমার। এছাড়া বাকি সকলেই পরিবারের সদস্য। গিটারে কাব্য দেব রায়, কী বোর্ডে সোমাদ্রিতা সাথী, ঠুমরিতে ছোট মেয়ে বিদেশিনী এবং সামগ্রিক অনষ্ঠান পরিচালনায় স্বামী চিন্ময় রায় চৌধরী। দর্শকবৃন্দ অত্যন্ত গভীরভাবে একক অনষ্ঠান উপভোগ করেন। জনৈক শিল্পী দর্শক অনষ্ঠান শেষে বললেন, প্রবাসে এত উন্নত ও গুণী শিল্পী থাকা সত্বেও প্রবাসের মানষ তাদের কদর করতে চান না যেন গাঁয়ের ফকির ভিগ পায় না। প্রবাসের সকল শিল্পীদের লোকাল আর্টিস্ট বা স্হানীয় শিল্পী হিসাবে গণ্য করা হয়। দেশ থেকে অজানা শিল্পীকে অর্থ দিয়ে এখানে এনে গান বা অনষ্ঠান করাবেন অথচ স্হানীয় বলে তাদেরকে পারিশ্রমিক দেওয়ার কথা চিন্তা বা বাজেটে রাখেন না, এটা আমাদের রুচির দৈন্যতা। অপর আর এক দর্শক বললেন, আমি এখানে এসেছি একজন শিল্পী হিসেবে অপর একজন শিল্পীর কর্মকে সম্মান প্রদর্শন করতে। প্রধান অতিথি নিজে একটি সিডি ক্রয় করার ঘোষণা দিলেন এবং সবার উদ্দেশ্যে অনরোধ করলেন, ' আপনারা সকলেই তার একটি সিডি ক্রয় করে শিল্পীকে উৎসাহ প্রদান করবেন'।

আমরা অনেক সংগঠনের অনষ্ঠানে জনবলের অভাবে সরাসরি অংশ নিতে পারিনা, দয়া করে আপনার সংগঠনের খবরাদি আমাদেরকে ফ্যাক্স করুন ঃ (৩২৩)-৯৮৩-৯৩০০।
ছবি ই-মেইল করুন ঃ
ekush@bangla.info
আমাদের স্হানীয় আওয়াজ পৌঁছে দিন মেইন স্ট্রীমের কাছে। লিখুন আপনার সমস্যার কথা, আমাদেরকে সাজেশন দেবার কথা, আপনার গৌরবের কথা। একশ এখন ১৫,০০০- ২০,০০০ কৌতহলী চোখের সামনে। বাংলা টাইপ করার প্রয়োজন নেই। হাতে লিখে ফ্যাক্স করুন।Fax (323) 983-9300

প্রথম পাতার পর / স্মোক

রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ১৯৮৮ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪৩% অধুমপায়ীদের মধ্যে সেকেন্ড হ্যান্ড স্মোক হিসাবে অনাবৃত হয়েছে, যা রক্তের ভেতর নিকোটিনের বাই প্রোডাক্ট কোটিনিন প্রাপ্তির মাধ্যমে নির্ণয় করেছে। এদের মধ্যে শতকরা ২০% শিশু এক্সপোজ হয়েছে সেকেন্ড হ্যান্ড স্মোক হিসাবে তাদের বাসা থেকে অর্থাৎ অভিভাবকেরা শিশুদের অবস্থানে ধুমপান করার জন্য দায়ী। এ সমস্ত শিশুদের রক্তে কোটিনিনের মাত্রা প্রাপ্ত বয়স্কদের তুলনায় দ্বিগুণ। রিপোর্ট ২০ বছর ধরে গবেষণার ফলাফল মাত্র। বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন বর্তমানের সার্জেন জেনারেলের রিপোর্ট জনমনে সচেতনতার সৃষ্টি করবে, যেভাবে ১৯৬৪ সনের রিপোর্ট পেশ করার ফলে ধুমপানের ও স্বাস্থ্যের প্রতি মানষের সজাগ দৃষ্টিতে ক্যান্সারের হার কমে গিয়েছিল। যে সকল অভিভাবক ঘরের মধ্যে ধুমপান করেন তাদেরকে স্বার্থপরতা অতিক্রম করে অন্যান্য ফ্যামিলি সদস্যদের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে ঘরের ভিতর সিগারেট ধরানো বন্ধ করার অভ্যাস করতে হবে। তা নাহলে ভাবতে হবে এই সকল ব্যক্তি ফ্যামিলির প্রতি যত্নবান নন। নিজের পরিতৃপ্তি অন্যের জীবননাশ ঘটাতে পারে। অধুমপায়ীদের জীবনের অধিকার খর্ব করার অধিকার ধুমপায়ীদের এখন থেকে নির্মুল করতে অধুমপায়ীদের সচেতন ও সোচ্চার হতে হবে। কারণ **-সেকেন্ড হ্যান্ড স্মোক, মৃত্যুর অপর নাম।**

প্রথম পাতার পর / দেশীয় স্টাইলে

স্বীকার করেছে যে, ১২ বছরের ১২ বছরের অবৈধ ইমিগ্র্যান্টকে জোর পূর্বক ক্রীতদাসের মত কাজ করাতো। ফেডারেল প্রসিকিউটরের সাথে দোষ স্বীকার করার ভিত্তিতে আব্দেল নাসের ঈদ ইউসেফ ইব্রাহিম (৪৫) এবং তার প্রাক্তন স্ত্রী আমান আহমেদ ইউস এড মোত্তালেব (৪৩) উভয়ই তিন বছর কারাদন্ড ভোগ করবে। বার বছরের বালিকাকে (কতৃপক্ষ নাম গোপন রেখেছেন) ২০০০ সনে আমেরিকায় আনা হয়েছিল। তখন থেকেই প্রতি দিন এই বালিকা পরিবারের কনিষ্ঠ শিশুকে স্কুলে যাওয়ার ব্যবস্হা করে দিত, জামা কাপড় লন্ড্রী করতো, ঘর পরিকার করতো এবং রান্নার ব্যবস্হা করতো। অভিযোগের মাধ্যমে পুলিশ ২০০২ সনে বালিকাকে গ্যারাজের মধ্যে ১২/৮ ফুটের মতো ঘেরা স্হানে পায় যেখানে সে রাত্রে ঘুমায়। ইব্রাহিম এবং মোত্তালেব বিবাহিত অবস্হায় যখন একত্রে বাস করতো, তখন তাদের ঘরে ৫ টি সন্তান জন্মলাভ করে। উভয়ই বালিকাকে দৈহিক চপোটাঘাত করেছে বলে জানা গেছে। তারা বালিকাকে বলেছিলো, সে যেন বাইরে না যায় যদি পুলিশ দেখে ফেলে তাহলে তাকে ধরে নিয়ে যাবে বলে, প্রসিকিউটর কথাগুলো সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন। বর্তমানে বালিকার বয়স ১৬ বছর, সাউদার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়ার ফস্টার পরিবারের সাথে বসবাস করছে এবং পাবলিক হাইস্কলে পড়াশনা করছে। সহকারী ইউএস এটোর্নি রবার্ট জে. কিনন বলেন যে, স্কলে সে ভালো রেজাল্ট করছে। তিনি জানান যে, মেয়েটি ইতিমধ্যে গ্রীন কার্ড পেয়েছে স্হায়ীভাবে এদেশে বসবাস করার। এখানে উলে-খ্য যে, আমেরিকায় এ ধরণের কার্যকলাপ অবৈধ হলেও মিশর সহ থার্ড ওয়ার্ল্ড দেশ সমূহে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, যেখানে গরীব পরিবারের ছেলেমেয়েরা অবস্হাপন্ন পরিবারে থাকা খাওয়ার ভিত্তিতে ভৃত্য হিসাবে থাকে, এদেরকে বলা হয় খাদামা (মধ্যপ্রাচ্যে)। সাধারণত এদের বয়সের সময়সীমা থাকে ৯ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত। এদেরকে রান্নাঘরের মেঝেতে শোয়ার ব্যবস্হা করে দেয়, ফলে রান্নাঘরেই এদেরকে থাকতে হয়। এই সকল বয়সের কাজের মেয়েরা পরিবারের সদস্য কর্তৃক যৌনাচারের শিকার হয়। তারা কোনদিন পড়াশোনা বা শিক্ষার সুযোগ পায় না। কাজের ছেলেরা সাদোমীর শিকার হয়। দৈহিক ও মানসিক অত্যাচারের ফলে এই সকল ছেলে মেয়েদের মনস্তাত্বিক বিকারগ্রস্ত হয়, যা পরবর্তীতে ব্যবহারিক পরিবর্তনে পরিলক্ষিত হয়। ক্যালিফোর্ণিয়াতে আসার পুর্বে মেয়েটি তার অপর বোনের সাথে ইব্রাহিমের মিশরীয় বাসায় গৃহ ভৃত্যের কাজ করেছে। সেই সময় একটি বোন চরির দায়ে অভিযক্ত হলে মেয়েটির পরিবারকে জানায় যে, চরির চার্জে অভিযক্ত করবে না যদি এদের একজনকে বাদী হিসাবে আমেরিকায় যেতে দেয়। অবশেষে বাব- মা ১০ বছরের মেয়েকে পারিবারিক চাকরানী হিসাবে পাঠায়। কথাগুলি প্রসিকিউটর জানিয়েছেন।

মেয়েটির বাবা-মার কাছ থেকে ১০ বছরের স্পনসরশীপ নিয়ে কাগজ পত্রে সই করিয়ে নেয়, যার পরিবর্তে পিতা মাতা মাসে ৩০ ডলার করে ভাতা পাবেন।

প্রসিকিউটর বলেন, ড্রিলটি সবার জন্যেই কার্যকরী হয়, মেয়েটি ছাড়া সবাই খশী। ডিফেন্ড খশী, পিতা মাতা খশী। কিনত মধ্যে পড়ে মেয়েটির ১০ টি বছর জলাঞ্জলী দিতে হলো। মেয়েটি আমেরিকায় এসেছিলো ৬ মাসের ভিজিট ভিসায়। গত ২৯ জন বহস্পতিবার সান্তা এনাতে ছিল হিয়ারিং। ইউএস ডিস্ট্রিক জজের সামনে আড়াই ঘন্টা ব্যাপী নাটকীয়তায় মোত্তালেবের বিরূদ্ধে এলিগেশন আনা হলে তিনি আপসেট হয়ে পড়েন। তিনি আরবী ট্র্যান্সলেটরের কাছে জানায় যে, সে কখনই মেয়েটির গায়ে হাত তোলেনি, অবমাননা বা কটক্তি করেনি। জজ মোত্তালেবকে দোষী না নির্দোষ জিজ্ঞাসা করলে উকিলের পরামর্শে নিজেকে দোষী স্বীকার করে বলে যে, আমরা আমেরিকায় ভল করেছি কারণ আইনকে অমান্য করেছি। সে সময় আমরা এদেশে নতন এসেছি, বঝতে পারিনি। প্রসিকিউটরের মতে মৌত্তালেব মেয়েটিকে প্রহারের কথা অবলীলাক্রমে অস্বীকার করেছে। উভয়কে কোর্ট দোষী সাব্যস্ত করেছে। আগামী ২৩ অক্টোবর সাজা কার্যকরী হবে এবং কোর্টে ড্রীল অনযায়ী এ যাবত মেয়ের মাহি-না বাবদ ১০০ হাজার ডলার মেয়েটিকে দিতে হবে।

ইউসিএল এর স্কুল অব ল এর ইসলামিক ও মিডল ইস্ট আইনের প্রফেসর খালেদ আব এল ফাদি বলেন যে, অধিকাংশ মধ্যপ্রাচ্যের ইমিগ্র্যান্টরা জানেন যে, পশ্চিমা দেশে ভৃত্য হিসাবে কোন শিশুকে রাখা যায় না। যদিও মিশরে বা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো অনশীলন করে। এখানে উলে-খ্য যে, কয়েক বছর পুর্বে লস এঞ্জেলেস প্রবাসী বাংলাদেশী অভিভাবক বাংলাদেশ থেকে কাজের মেয়ে এনে এমনিভাবে ঘরের কাজ করাতো। কোর্ট তাদের শাস্তি প্রদান করেছেন।

একশ হোক আপনার মক্ত চিন্তার প্যা-টফর্ম। মতামত বিভাগে আপনার লিখা, আপনার ভাবনা অনেককেই উদ্বদ্ধ করতে পারে। সাদা কাগজে হাতে লিখে আমাদের ফ্যাক্স করুন। আপনার নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর দিতে ভলবেন না। তবে নাম ছাপাতে না চাইলে আমাদেরকে সেই নির্দেশ দিন। আপনার পরিচয় কোনদিনই উন্মোচন হবে না। লিখন আজকের ভাবনা বা গত দিনের অভিজ্ঞতা বা আগামীর পথ নির্দেশনা। ফ্যাক্স করুন ঃ (৩২৩)-৯৮৩-৯৩০০।

বিশ্বের তাপমাত্রার নজিরবিহীন বৃদ্ধি

একুশ ডেস্ক থেকে

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বের তাপমাত্রা এতটা বৃদ্ধি পেয়েছে যে, গত ২ হাজার বছরের মধ্যে এমনটি হয়তো ঘটেনি। বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের 'দ্য ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সে' প্রকাশিত একটি রিপোর্টে এ কথা বলা হয়েছে। মার্কিন কংগ্রেসের অনুরোধে রিপোর্টটি তৈরি করা হয়। এতে বলা হয়, গত ৪০০ বছরের মধ্যে এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি নজিরবিহীন এবং সম্ভবত ২ হাজার বছরের মধ্যে এমন ঘটেনি। রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য এটি দায়ী। গত শতকে উত্তর গোলার্ধের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচচতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বায়ুমণ্ডলে উষ্ণতা বৃদ্ধির পেছনে দুটি প্রধান গ্যাস কার্বন ডাই অক্সাইড ও মিথেনকে দায়ী করা হয়। রিপোর্টে আরো বলা হয়, ১২ হাজার বছর ধরে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা ভারসাম্যপূর্ণ থাকলেও বিশ শতকে তা পরিবর্তিত হতে শুরু করে।

প্রথম পাতার পর/ বিশ্বকাপ

বিশ্বকাপ ফুটবল তথা গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ-এর পর্দা নেমেছে গতকাল ঐতিহাসিক বার্লিন নগরীতে। গত মাসে ৩২ দল নিয়ে ফুটবলের মহোৎসব শুরু হয়। টান টান উত্তেজনা, আনন্দ, বিষাদ, রেফারিং বিতর্ক সব মিলিয়ে জার্মানির এই মিলন মেলায় ফুটবলের জয় হয়। ২০১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় পরবর্তী বিশ্বকাপের আসর বসবে। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, জার্মানি ও ইংল্যান্ডের মত ফেভারিট, জনপ্রিয় এবং বড় দলগুলোর ব্যর্থতায় যেমন সমর্থকরা হতাশায় ডুবেছে আবার ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগো, আইভরিকোস্ট, অ্যাংগোলা, ঘানা, টোগোর মত ক্ষুদ্র দেশগুলো তাদের ক্রীড়াশৈলী প্রদর্শন করে বিশ্বের ফুটবলে প্রিয় মানুষের মন জয় করে। তবে সব মিলিয়ে বলতে হয় জার্মানিতে এই বিশ্বকাপ ফুটবলের এক সফল আয়োজন। অনেক নতুন নতুন রেকর্ড হয়েছে ৬৪ ম্যাচে। আবার অনেক রেকর্ড ভেঙ্গেছে। অনেক খেলোয়াড়ের বিশ্বকাপ দিয়ে তাদের ফুটবল জীবনের যবনিকা হয়েছে, অনেক তারকা ঝরে পড়েছে, অনেকে আবার তারকা হয়ে উঠেছেন। তবে সবকিছুকে যেন ছাপিয়ে এবারের আসরের আলোচিত বিষয় হল রেফারিং বিতর্ক। মাঠের তৃতীয় পক্ষের এই বিতর্কিত সিদ্ধান্তের শিকার হয়ে আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, হল্যান্ড এবং সর্বশেষ পর্তুগালকে আগেভাগে বিদায় নিতে হয়।

হ্যাটস অফ টু জিদান

কী হয়েছিল মাঠে? কেনই বা এমন মাথা গরম করলেন বিশ্বকাপের অভিজ্ঞ যোদ্ধা ফ্রান্সের অধিনায়ক জিনেদিন জিদান? তার মতো একজন শ্রদ্ধার আসনে বসে থাকা খেলোয়াড় যে আচরণ করে লালকার্ড নিয়ে মাঠ ছাড়লেন তা দেখে হতাশ, বিস্মিত এবং লজ্জিত ফুটবল বিশ্ব। আর নীল/সাদা জার্সি গায়ে মাঠে দেখা যাবে না জিনেদিন জিদানকে। পুরো নাম জিনেদিন ইয়াজিদ জিদান। আলজেরিয়ান বংশোদ্ভত ফরাসী নাগরিক জিজু তার শেষ ফুটবল ম্যাচটা গতকাল খেলে ফেললেন। ক্লাব ফুটবল থেকে আগেই অবসর নিয়ে নিয়েছেন, জাতীয় দলের হয়ে শেষ ম্যাচটা খেললেন কাল রাতে বার্লিনে। সোনালী বুট জোড়া তুলে রাখলেন জাদুঘরের জন্য।

ফরাসী সুরভী ফরাসী শিল্পকলার দারুণ সুনাম বিশ্বজোড়া। সেই সাথে সুনাম এখন আরেক শিল্পের। জিদানের পায়ের কারুকাজের। ফুটবলকে শিল্পের পর্যায়ে তুলে দিয়েছেন অনেকেই। জিদান সেই ধারা শুধু অব্যাহত রেখেছেন এই ৩৪ বছর বয়সেও। দীর্ঘ ১ যুগ লেস ব্লুসদের সার্ভিস দিয়ে চলেছেন জিদান। ১০৮ ম্যাচ খেলেছেন। কখনো দলের জন্য বোঝা হয়ে খেলেন নি। খেলেছেন দলের গৌরব হয়ে।

জিদান তার সেরা ফর্মে থাকলে যে কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারেন তার প্রমাণ এবারের বিশ্বকাপ। শুরুটা খারাপ হয়েছিল কিন্তু প্রয়োজনীয় ক্ষণে জ্বলে উঠে দলকে অনেকটা একাই পৌছে দেন ফাইনালে। দেশে-বিদেশে আবার নতুন করে শুরু হয়েছে ভুলতে বসা জিদান বন্দনা। নিজ দেশ ফ্রান্স, পিতৃস্থান আলজেরিয়া বিশ্বকাপের ভেন্যু জার্মানিতে এক রব। বিশ্বকাপ, ইউরো, কনফেডারেসন্স কাপ, ক্লাব দলের হয়ে ক্লাব শিরোপা, ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশীপ শিরোপা জেতেন। ব্যক্তিগত পুরস্কারের ঝুলিতে আছে তিনবারের ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার। ১৯৯৮, ২০০০ ও ২০০৩ সালে সেরা হন সবাইকে টপকে। ইউরোপের সেরা খেলোয়াড়ও হন একবছর। পেয়েছেন ফ্রান্সের সর্বোচচ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার। পারিবারিক জীবনেও সুখী জিদান। বিয়ে করেছেন ১৯৯৩ সালে স্পেনিস নত্যশিল্পী ভেরনিককে। বর্তমানে চার পুত্রের জনক তিনি। ক্লাব ও জাতীয় দল থেকে অবসর নেয়ার পর এখন পরিবারের সাথেই সময় কাটাবেন বলে সিদ্ধান্তত নিয়েছেন। মাঠে আর দেখা যাবে না এই অপরাজেয়, অদম্য তারকাকে। তাই বলে কি তিনি হারিয়ে যাবেন ফুটবলপ্রিয়দের স্মৃতির মণিকোঠা থেকে?

৬ পাতার পর / মিলনমেলা

নিয়ে পাশ্চাত্য মডার্ণ স্থাপত্য কলা ও জাপানী ঐতিহ্যগত নৈপুণ্যের এক অপূর্ব ল্যান্ডস্কেপ ৬.৩ একর জমির উপর প্রশান্ত এক বাগান "জাপানীজ গার্ডেন"। যখন পিকনিক চলছিলো তখন জাপানীজ গার্ডেন খোলা ছিলো সাধারণের জন্য। প্রতি রবিবার সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৩:৩০ পর্যন্ত এবং সোম-বৃহস্পতিবার দুপর ১২ টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত এই জাপানীজ গার্ডেন খোলা থাকে।

এই পিকনিকের আরো একটি বৈশিষ্ট্য ছিলো এসোসিয়েশনের সাংগঠনিক তৎপরতা। ভ্যালী এসোসিয়েশনের দ্বিতীয় বছরে নতন কয়েকজন সংগঠক যোগ দিয়েছেন, তার মধ্যে ক্রীড়া সংগঠক মন্টর নাম উলে-খযোগ্য। সদস্য হিসাবে আরো কয়েকজন সমাজকর্মী ও ক্রীড়া ব্যক্তিত্বের অর্ন্তভুক্তি বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ভ্যালী লস এঞ্জেলেসকে সাংগঠনিকভাবে আরো শক্তিশালী করেছে। কেউ কেউ নতন কমিটি গঠনের সাংবিধানিক স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলাতে এসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ এনামুল হক এমরান একশ-কে জানান ২০০৭ সালের অক্টোবরে তিন বছর মেয়াদী বর্তমান কমিটির অবসান হবে এবং তিনি সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করার জন্যে সমাজের সর্বস্তরের লোকজন নিয়ে একটি শক্তিশালী অ্যাডভাইজরী কমিটি তৈরী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যার প্রাথমিক কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। লস এঞ্জেলেসে এই এসোসিয়েশনের সামাজিক কর্মকান্ড সকল লস এঞ্জেলেস বাসীরা অত্যন্ত সম্মান ও দৃষ্টান্তমুলক বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা। উলে-খ্য যে, স্বাধীনতা দিবসে ভ্যালী এসোসিয়েশন আয়োজন করেছিলো এক সন্দর ও সফল অনষ্ঠান। এই সফল আনন্দঘন মিলন মেলার মিডিয়া পার্টনার ছিলো স্থানীয় জনপ্রিয় পত্রিকা একুশ।

প্রথম পাতার পর / বন্দী শিবির

তিনি বলেন, সবাইকে মুক্তি দেয়া যাবে না, কেননা এদের অনেকেই ঠাণ্ডা মাথায় খুনী।

বুশ বলেন, ঐ সব বন্দী শিবিরের ব্যাপারে ইউরোপীয় ইউনিয়নের উদ্বেগের বিষয়টি তিনি অনুধাবন করতে পারছেন। তিনি বলেন, আমি চাই এই বন্দী শিবির গুটিয়ে ফেলতে। তবে সেখানে এমন কিছু বন্দী রয়েছে যাদের যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে বিচার করা প্রয়োজন। কেননা এদের ছেড়ে দিলে রাস্তাঘাটেই তারা মানুষ খুন করে বসতে পারে।

আইনজীবীরা বলছেন যে, হতাশা ও ভীতির কারণেই তিন বন্দী আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিল বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। এদিকে কয়েক ডজন নির্দোষ বন্দীকে মুক্তি দিলেও অনেক বন্দীকে কোন প্রকার অভিযোগ ছাড়াই তিন বছর ধরে আটক রাখা হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ও মানবাধিকার বিষয়ক কর্মকর্তারা বলছেন, গুয়ানতানামো বে'র বন্দী শিবিরে বন্দীদের সঙ্গে যে আচরণ করা হয় তা আইনের শাসনের লংঘন ও সন্ত্রাস বিরোধী লড়াইর জন্য ক্ষতিকারক।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিউইয়র্কের অদ্ভুত এক মানুষ

জুয়েল আইচ

অদ্ভুত এক মানুষ। তারিক মাহবব। ছোটখাটো নাদসনদস চেহারা। খাড়া নাক। গাল দটি বাচচাদের মতো গুদগুদ। স্বভাবটি পুরোই শিশুসলভ। স্বার্থ বোঝে না। জীবনে বেঁচে থাকার যে কতগুলো নিয়ম আছে, তাও মানে না। বোঝাতে গেলে হেসে উড়িয়ে দেয়। একদম শিশুর হাসি। একদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেছে। খুব হাসছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে তারিক' ? 'আজ বড় একখানা টিকিট খেয়েছি' – খিলখিল করে হেসে জবাব দেয়।

'কিসের টিকিট' ? 'হাইওয়ে দিয়ে বেশি জোরে গাড়ি চালিয়ে আসছিলাম। পুলিশ বিপদ সংকেতের আলো জ্বালিয়ে আমার পিছু নিল। আমি থামলাম না। জরুরি কাজ ছিল'। 'জরুরি কাজ ছিল, তাই পুলিশের তাড়া খেয়েও থামলেন না'। 'আমি না থামায় ওরা আমাকে ক্রিমিনাল ভাবল। তাই সাইরেন বাজাতে বাজাতে অনেকটা পথ তাড়িয়ে নিল। শেষে চার-পাঁচটা পুলিশের গাড়ি এসে ঘিরে ধরল। কিছুই পেল না। খুব হম্বিতম্বি করল। দারুণ এক নাটক। ভারি মজা। পয়সা দিয়ে কি এমন নাটক এনজয় করতে পারতাম ? হা-হা-হা-হা'।

আরেক দিন সকালের ঘটনা। তাড়াহুড়ো করে স্যুট-কোট-টাই পরে রেডি হলো। অফিসে যাচ্ছে। হাতে ব্রিফকেস। ওর বাড়ির সামনেই ফায়ার সার্ভিসের একটা বড় পানির সোর্স। কী করে যেন ঢাকনা খলে গেল। সেখান থেকে আশি-নব্বই ফট উঁচু হয়ে পানির মোটা ধারা ছুটছে। দল বেঁধে কিশোর-কিশোরীরা ছোটাছুটি করতে লাগলো সেই বিশাল ফোয়ারার মতো জলপ্রপাতের নিচে। তারিক বলল,'জুয়েল ভাই, আসেন আমরাও ভিজি'। 'আপনি অফিস যাচ্ছেন '? 'অফিস তো পরেও পাব, এটা মিস করলে আর পাওয়া যাবে না'। বলেই নেমে গেল সেই পানির নিচে।

তাক লাগানো মেমোরির ম্যাজিক দেখানোর এক বাহাদর আমি। দ-এক মাস বিদেশে শো করে যখন বাড়িতে ফিরি, তখন একটা আজব ঘটনা ঘটে। নিজের টেলিফোন নম্বরটা আর মনে করতে পারি না।

নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে তারিকের একটা ট্রাভেল এজেন্সি আছে। তার সেই অফিসের গ্রাহক, এয়ারলাইনস্, নিজের বিশাল পরিচিত সার্কেলের অসংখ্য মানষ এবং দই বাংলার প্রায় সব শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, খেলোয়াড় – এদের কারও ফোন নম্বর লেখা কোন ফোনবক তার নেই। পরোটাই তার স্মৃতিতে রাখা। একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'জয়েল ভাই, আপনার ফোন নম্বরতো ৩১২৩৪০, তাই না' ? 'না তো'। 'ও আচ্ছা, ওটাতো ছিল যখন আপনি লেকসার্কাসে থাকতেন। তার পরে এলো ৩২৯২৯৩। তার পরে ৮১৭৪৮৪ .. ..'। এভাবে আমার জীবনের সমস্ত টেলিফোনের ইতিহাস সে বলে গেল। আমি বোবা হয়ে গেলাম। এর একটাও আমার নিজের মনে ছিল না। তারিক বলার পর মনে পড়েছে। সবগুলো সঠিক। আমার কাছে সে ম্যাজিকের চেয়েও বিস্ময়কর।

যতবার নিউইয়র্কে গিয়েছি, কোনো না কোনোভাবে তারিকের আতিথ্য আমাকে নিতেই হয়েছে। যখন ওর বাড়িতে উঠেছি, জেএফকে এয়ারপোর্ট থেকে তোলা এবং তারপর যত স্টেটে গিয়েছি, ফিরেছি তা যত ভোরে বা রাতেই হোক না কেন, এয়ারপোর্টে পৌছানো বা বাড়িতে নিয়ে আসা, হাসি মখে দায়িত্বটা তারিকই পালন করেছে। আমাকে তাদের শোবার ঘর ছেড়ে দিয়েছে। নিজেরা বসার ঘরে ধুলো-ছাই আর সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে রাত কাটিয়েছে। আবার যখন অন্য কোথাও উঠেছি, তারিক নানা আয়োজনে বাড়িতে বন্ধ-বান্ধবদের দাওয়াত করে খাইয়েছে। অথবা যে বাড়িতে উঠেছি, সেই বাড়ির সব সদস্যসহ ভালো কোনো রেস্টরেন্টে নিয়ে আপ্যায়ন করেছে। কতবার যে সংবর্ধনা দিলো ! একবার কবি নির্মলেন্দ্র গণ, আবৃত্তিকার কাজী আরিফ এবং আমাকে একসঙ্গে সংবর্ধনার আয়োজন করেছে। আমাকে নিয়ে তার গাড়িতে করে ম্যানহাটনের সংবর্ধনাস্থলে রওয়ানা করেছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, তিনটা ফুলের তোড়া নিলে ভালো হয়। রাস্তার পাশেই একটা ফুলের দোকান। কিনত কোনো গাড়ি পার্কিং খালি নেই। তারিক বলল, 'জুয়েল ভাই, গাড়িটা রাস্তায় রেখেই ফুল কিনতে নামতে হবে। আপনিও আমার সঙ্গে আসেন'। 'আমি আসব কেন' ? 'আপনি গাড়িতে বসে থাকলে খারাপ লাগবে। অন্য সব গাড়ি হর্ণ দিতে থাকবে। কেউ গালাগালও করতে পারে। দরকার কী শোনার'।

ফল কিনে ফিরে এলাম। দেখি এলাহি কান্ড। গাড়ির পিছে অসংখ্য গাড়ি আটকা পড়ে গেছে। পলিশের গাড়ির আলো চারদিকে জোনাকি পোকার মতো জ্বলছে-নিভছে। টো ট্রাকের লোকজন আমাদের গাড়িটাকে উঁচ করে তলে নিয়ে যাচ্ছে। অনেকগুলো টাকার জরিমানা গুনে মচলেকায় সই করে গাড়িটা ছাড়িয়ে আনতে হলো। এবার তারিকের হাসির পালা। ফোঁস ফোঁস করে দম ছাড়ছে আর বলছে, 'এ দেশে বেঁচে থাকতে হলে ডায়নামিক হতে হয়ে। হা-হা-হা'।

একবার ওয়াশিংটন ডিসি থেকে রোকেয়া আপা (রোকেয়া হায়দার) ফোন করলেন, 'জয়েল, ভয়েস অব আমেরিকা থেকে যতবারই তোমার সাক্ষাতকার প্রচার করা হয়েছে, প্রত্যেকবারই তা টেলিফোনে দিয়েছ। এবার একটা কাজ করতে পারবে, ওয়াশিংটন ডিসিতে চলে আসতে পারবে' ? 'একট ভেবে আপনাকে জানাই' ? 'আর হ্যাঁ, একটা টিভি চ্যানেলের সঙ্গে কথা বলে রেখেছি। তমি এলে ওরা তোমার ম্যাজিক রেকর্ড করার আগ্রহ দেখিয়েছে। ম্যাজিকতো আর ফোনে দেখাতে পারবে না'। তারিককে পে-নের টিকিট করে দিতে বললাম। তারিক বলল, 'পে-নে যেতে হবে কেন ? আমি ড্রাইভ করে নিয়ে যাব'।

'এতোটা পথ ..... '! 'কিছ ভাববেন না। ঠিক সময়মত পৌছে যাব'। নির্দিষ্ট দিনে ঠিকই রওনা হলাম। তারিক আবার কাউকে 'না' বলতে পারে না। একদিনে দশটা কাজ করার উপায় থাকলে সে বিশটা কাজের বোঝা ঘাড়ে নেবে। তাই যথারীতি ২ ঘন্টা দেরীতে রওনা দিতে হলো। 'তারিক, ডিনারের আগে পৌছতে পারব তো' ? 'অবশ্যই পারব। সামান্য একট জোরে চালালেই সব কভার হয়ে যাবে'। রাষ্ট্রদুত তাজল ইসলাম বলেছিলেন, ডিনারে তিনি বেশ কিছ গন্যমাণ্য ব্যক্তিকেও ডেকেছেন। 'আমরা সবার আগে পৌছে যাব, ইনশাল-হ্'। কিনত তা আর হলো না। আমরা পৌছলাম সবার পরে। রাত ১ টায়। একবার বাড়িতে বসে আমার খব জ্বর হয়েছিল। অফিস কামাই করে আমার সেবা করেছিল সে। জ্যাকসন হাইটসে গিয়ে ফল, পথ্য, ওষধ এনে শরবত বানিয়ে খাইয়েছিল। মাথায় পানি ঢেলেছিল।

এই হাসি-খুশী মানুষটিকে আমি কখনো গম্ভীর হতে দেখিনি। না না, একবার দেখেছিলাম। যে মেয়েটির সঙ্গে দীর্ঘদিন প্রেম করেছে, তার সঙ্গেই বিয়ে হয়েছিল। ওরা দজনে মিলেই ট্রাভেল এজেন্সি চালাতো। একবার নিউইয়র্কে গিয়ে শুনি ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। তারিকের সঙ্গে দেখা হতেই জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছিল' ? তারিক বলল, 'কিছদিন আগে আমাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল একটা সার্জারির প্রয়োজনে। আমার স্ত্রীই সেবা-যত্ন করত। হঠাৎ একদিন সে আর হাসপাতালে এল না। পরের দিনও এল না। আমি চিন্তায় মাথা খারাপের মতো হয়ে গেলাম। আমার এক বন্ধ এসে যে খবর দিলো, তাতে আমি সত্যি পাগল হয়ে গিয়েছ